# বিশ্বব্যাংকের উপলব্ধি
# রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নই উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা

**অনিরুদ্ধ ইসলাম**

বাংলাদেশের রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশের আবাসিক প্রধান ফ্রেডরিক টেম্পল তার যাবার মুহূর্তে এ দেশের রাজনীতি, রাজনীতিবিদ ও নির্বাচন সম্পর্কে সত্য কথাটি বলে গেলেন। এ কথাগুলো অবশ্য নতুন নয়। বাংলাদেশের রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, নির্বাচনের বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে এ দেশের বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলো। নির্বাচনের বাণিজ্যিকীকরণের বিপরীতে কালো টাকা, পেশিশক্তি ও সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত নির্বাচনের কথাও বলে এসেছে তারা। কিন্তু সে কথাগুলো বিশেষ কোনো কাজে লাগেনি। ঐ কথাগুলোকে বরং অক্ষমের আর্তনাদ বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠী মিলে এ দেশের ঐ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের দিয়েই একটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছে। কালো টাকা প্রভাবিত নির্বাচনকে সুষ্ঠু নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেছে। দেশের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দল নিজের দলসহ অপর দলের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চাকে যখন পায়ে ঠেলেছে তখন এরাই বাংলাদেশকে উদার গণতন্ত্রের মডেল হিসেবে সার্টিফিকেট দিয়েছে। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য গণতন্ত্রের আবরণে যে স্বেচ্ছাচারী শাসন চলছে তার প্রশংসা করেছে।

ফ্রেডরিক টেম্পল তার বিদায় মুহূর্তে ঢাকার এক সেমিনারে যে কথা বলেছেন তার সারাংশ হলো- ১. বাংলাদেশে কিছু রাজনীতিবিদ, পুলিশ ও অপরাধীদের নিয়ে একটি চক্র গড়ে উঠেছে যা আইনশৃঙ্খলা উন্নতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন নির্ভর করছে রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ মহলের প্রতিশ্রুতির ওপর।

২. এ দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যেই রাজনীতি ক্রমশ বাণিজ্যিকীকরণের দিকে এগুচ্ছে। নির্বাচনে বিজয়ী হতে প্রার্থীরা বিপুল অর্থ ব্যয় করে এবং নির্বাচিত হলে ক্ষমতা ব্যবহার করে মুনাফাসহ নির্বাচনী বিনিয়োগ উঠিয়ে নেয়। নির্বাচনী ব্যবস্থাই ঘুষকে উৎসাহিত করে।

৩. রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতন্ত্র নেই। দলের ভেতর একটি অংশ নির্বাচনের প্রার্থী ঠিক করে। গণতন্ত্রের অভাবে দলগুলোতে নতুন নেতৃত্বও গড়ে উঠছে না। আগামী দিনে কারা নেতৃত্ব দেবে সে লক্ষ্যে দলের মধ্যে গণতন্ত্রের কোনো চর্চা হয় না।

৪. পুলিশ ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সংস্কার কোনো কাজেই আসবে না, যদি রাজনৈতিক দলের যেসব সিনিয়র নেতা সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিগ্রস্ত বলে পরিচিত তাদের বিরুদ্ধে দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়।

বিশ্বব্যাংক আবাসিক প্রধান টেম্পলের এই বক্তব্য যে দেশের প্রধান দুটি দল ও তাদের নেত্রীদের বিরুদ্ধে ছিল এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কারণ উপরোক্ত প্রতিটি অভিযোগই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিএনপি-আওয়ামী লীগ উভয় শাসনামলেও দলের নেতাদের অনেকেই প্রশাসনকে ব্যবহার করে নিজ নিজ এলাকায় 'গডফাদার' বনে গিয়েছিলেন। পুলিশ ও অপরাধীচক্রের সঙ্গে এদের সুদৃঢ় সম্পর্ক ছিল এবং এখনও আছে। এ কারণেই অতীতে যেমন আওয়ামী লীগ আমলে এদের ধরাছোঁয়া যায়নি, বিএনপি আমলে তাদের তালিকা প্রস্তুত করে ঘোষণা দেয়া হলেও অবস্থা একই থেকেছে। আওয়ামী লীগ আমলের জয়নাল হাজারী, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, আবু তাহের, শামীম ওসমান, বিএনপি আমলের সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী, মুজিবর রহমান সাওয়ার, জাকির খান, প্রমুখ এ ধরনের রাজনীতিবিদদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

নির্বাচনের মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোটি টাকা বিনিময়, নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ- এসব এখন সাধারণ নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কোটিপতি প্রার্থীর সিটিং এমপির মনোনয়ন টাকার বিনিময়ে কিনে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে নোয়াখালীতে। বিনিময়ে সেই মনোনয়ন না পাওয়া এমপিকে টেকনোক্র্যাট কোটায় মন্ত্রী বানিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে হয়েছে। দেশের এক বিশেষ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিজেই দাবি করেন তিনি টাকা দিয়ে ঐ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হয়েছেন। এসব কারণে সংসদ সদস্যরা সংসদে যেতে আগ্রহী হন না, যতখানি না আগ্রহী হন সচিবালয়ের তদবিরের কাজে অথবা সংসদের মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়ে মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করতে।

রাজনৈতিক দলগুলোতে যে গণতন্ত্র নেই তার প্রমাণ ক্ষমতাসীন বিএনপি অথবা বিরোধী আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের কোনো বৈঠক না হওয়া। ফলে সংবিধানের ৭০ বিধি অনুসারে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে আসন হারাতে হবে এই ভয়ে সংসদ সদস্যরা তাদের দলীয় নেত্রী ও সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে পারেন না। বাংলাদেশে এখন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার নয়, প্রধানমন্ত্রী পদ্ধতির সরকার চালু রয়েছে। পূর্বতন রাষ্ট্রপতির মতো প্রধানমন্ত্রী একক ক্ষমতাধর।

দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠক কালেভদ্রে হয় এবং সে ক্ষেত্রেও দলীয় নেত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাকে উপেক্ষা করে কেউ দলে পদ পাওয়ার কথা ভাবতে পারে না। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিচ পর্যায়ের দলীয় নির্বাচনকে টাকা দিয়ে প্রভাবিত করা। দলের সভাপতি হওয়ার জন্য ময়মনসিংহের ক্ষমতাসীন বিএনপি'র জনৈক নেতা দশ লাখ টাকা খরচ করেছেন বলে জানা যায়।

দলের দুর্নীতিবাজ নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রশ্নই আসে না। এক আমলের দুর্নীতির মামলা অপর আমলে প্রত্যাহৃত হয়। দলীয় নিপীড়নের অজুহাত তুলে বিএনপি ক্ষমতায় এলে ৬২ হাজার জনের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিয়েছে। এসব মামলার মধ্যে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের আবাসিক প্রধান অবশ্য একটা আশার কথা বলেছেন। আর তা হলো নাগরিক সমাজ ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে নির্বাচনের বাণিজ্যায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন এ কারণেই রাজনীতিবিদরাও উপলব্ধি করবেন যে সংস্কার না করলে জনগণ তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবেন।

বিশ্বব্যাংক আবাসিক প্রধান অবশ্য বলেননি যে, এই দুর্বৃত্ত দুর্নীতিবাজ রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের তারাই এতোদিন সমর্থন করে এসেছে এবং এখনও করছে। তারপরও দেরিতে হলেও বিশ্বব্যাংকের এই উপলব্ধি দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলতে পারে।